জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান

মিরপুর, ঢাকা।

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিচালক

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান কর্তৃক প্রচারিত

(এপ্রিল-২০১৪ইং)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বন অধিদপ্তর

এক নজরে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

১।	প্রতিষ্ঠার সাল	১৯৬২-১৯৬৩
২।	মোট আয়তন	২০৮.০ একর (৮৪.২ হেক্টর)
৩।	সীমানা দেয়াল	৫.০০০ কিঃ মিঃ
৪।	অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও ফুটপাত	৭.৬৭৪ কিঃ মিঃ
৫।	অফিস ভবন	১ টি
৬।	গ্রন্থাগার (ছোট)	১ টি
৭।	টিস্যুকালচার গবেষণাগার	১ টি
৮।	মসজিদ (ছোট)	১ টি
৯।	ওয়াচ টাওয়ার	২ টি
১০।	গণ শৌচাগার	৮ টি
১১।	স্যাক্স কর্ণার	৩ টি
১২।	কৃত্রিম জলপ্রপাত	১ টি
১৩।	দর্শনার্থী ছাউনী	৯ টি
১৪।	দ্বীপসহ কৃত্রিম হ্রদ	১ টি
১৫।	দর্শনার্থী ডেক	১ টি
১৬।	নার্সারী	২ টি
১৭।	নেট ঘর	৫ টি
১৮।	ছায়া ঘর	১ টি
১৯।	অর্কিড ঘর	১ টি
২০।	ক্যাকটাস ঘর	৩ টি
২১।	গোলাপ বাগান	২ টি
২২।	মৌসুমী ফুলের বাগান	২ টি
২৩।	বিশেষ বাগান ঃ (ক) পাইন বাগন (খ) পাম বাগন (গ) শাল বাগান (ঘ) বাঁশ বাগান (ঙ) বেত বাগান (চ) চা বাগান (ছোট) (ছ) জবা বাগান (জ) ঔষধি উদ্ভিদ বাগান (ঝ) বিদেশী উদ্ভিদ বাগান (ঞ) জারুল বাগান।	
২৪।	জলাশয় (ছোট- বড়)	৯ টি
২৫।	পদ্ম পুকুর	১ টি
২৬।	শাপলা পুকুর	১ টি
২৭।	পদ্ম ও শাপলা ট্যাংক	৩ টি
২৮।	আমাজান লিলি ট্যাংক	২ টি
২৯।	সেকশন	৫৭ টি
৩০।	মোট উদ্ভিদ	৬৮৪৪১টি
৩১।	গোত্র/পরিবারের (Family) সংখ্যা	১৩৪ টি
৩২।	গণের (Genus) সংখ্যা	৫৩১ টি
৩৩।	প্রজাতির (Species) সংখ্যা	১০১০ টি
৩৪।	দেশি (Indigenous) প্রজাতির সংখ্যা	৩৪৫ টি
৩৫।	বিদেশী (Exotic) প্রজাতির সংখ্যা	৬৬৫ টি
৩৬।	গোলাপ ভ্যারাইটির সংখ্যা	৩০০ টি
৩৭।	অর্কিড প্রজাতি	২১ টি
৩৮।	ক্যাকটাস প্রজাতি	৪২ টি
৩৯।	ঔষধি উদ্ভিদ প্রজাতি	১৫০ টি
৪০।	জলজ উদ্ভিদ প্রজাতি	১৫ টি

এছাড়াও ঢাকা শহরের ওয়ারী আবাসিক এলাকায় বলধা গার্ডেন নামে জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের আরও একটি ছোট স্যাটেলাইট গার্ডেন রয়েছে।

১৯৬২ইং (বাংলা-১৩৭৫) সনে প্রতিষ্ঠিত হয় এই জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান। ঢাকা শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার উত্তরে মিরপুরে বর্তমান শাহ আলী থানার আওতাধীন এই উদ্যান। ২০৮.০ একর (৮৪.২ হেক্টর) ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত উদ্যান ৫৭টি সেকশন সম্বলিত। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও জীনপুল তৈরীর মূখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে এই উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা একটি জীবন্ত উদ্ভিদ সংগ্রহশালা। এখানে প্রজাতি সংরক্ষণ, শিক্ষার্থী ও গবেষনাকারীদের জন্য কাজের সৃষ্টি করা এবং দর্শনার্থীদের জন্য ইহার বিরল সংগ্রহ, বৈচিত্র ও শোভা উপভোগ করার ব্যবস্থা রাখাই উদ্দেশ্য। উদ্ভিদের বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান পরিচর্যা, বিরল ও বিলুপ্তিপ্রায় উদ্ভিদের সংখ্যা বাড়ানো ও দেশের একটি সমৃদ্ধিশালী জীনপুল সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ চলিয়া আসিতেছে অত্র উদ্যানে। উদ্যানের উল্লেখযোগ্য বাগান গুলির মধ্যে গোলাপ বাগান, পাইন বাগান, ফলগাছের বাগান, বাঁশ বাগান, পাম গাছের বাগান, মৌসুমী বাগান, ঔষধি গাছের বাগান, বেত বাগান, মুর্তা বাগান, শাল বাগান, জবা বাগান। এছাড়াও পদ্ম পুকুর, শাপলা পুকুর, ক্যাকটাস হাউজ, অর্কিড হাউজ, ইন্ডোর গাছের জন্য নেট হাউজ, কৃত্রিম লেক, অচিন বৃক্ষ, শক্তি সাগর প্রভৃতি বিদ্যমান।

উদ্যানে বর্তমানে ১৩৪টি উদ্ভিদ পরিবার ভূক্ত ১০১০ প্রজাতির গাছপালা আছে। এগুলোর মধ্যে ৩০৬ প্রজাপতির ৩৩৪১৩টি বৃক্ষ, ২০১ প্রজাতির ১৩০৯২টি গুল্ম, ৪৪১ প্রজাতির ২০৭৪৬টি বিরুৎ ও ৬২ প্রজাতির ১১৯০টি লতা জাতীয় গাছ আছে। বৃক্ষ সনাক্ত করার জন্য সেকশন অনুযায়ী গাছের নাম ফলক টানানো আছে।

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের অফিস ভবন

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে রোপিত অনেক বিরল প্রজাতির দেশী-বিদেশী গাছপালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম ও অবস্থান নিম্নে উল্লখ করা হলো ঃ

বৈজ্ঞানিক নাম	সাধারণ নাম	সেকশন নম্বর
Adenium obesum	এ্যাডেনিয়াম	৩৪
Acorus calamus	বচ	৫৭
Epicia coccinea	ইপিসিয়া	৩৫
Roupellia grata	রুপেলিয়া	৪২
Kizelia pinnata	কিজেলিয়া	৫০
Spathodea ccampanulata	আফ্রিকান টিউলিপ	৩৪
Amherstia nobilis	এ্যামহাসটিয়া	৪২
Ficus krisnae	কৃষ্ণ বট	৩৪
Jaquinea aruntiaca	জ্যাকুইনিয়া	৩২

উদ্যানের বিভিন্ন জলাশয়ে এবং জলাধারে নানা প্রজাতির জলজ উদ্ভিদের মধ্যে কতগুলির নাম দেওয়া হলো ঃ

বৈজ্ঞানিক নাম	সাধারণ নাম	সেকশন নম্বর
Victorea amazonica	আমাজান লিলি	৪৩,২
Eurayle ferox	মাখনা	৪০
Nymphaea nouchalli	শাপলা	৪৭
Nuphar luteum	হলদি	৪৭
Nymphaea stellata	নীল শাপলা	৪০
Nelumbo nucifera	পদ্ম	৪০,৪৩
Limnonthemum indicum	পানচুলি	৩৩
Valliseris spiralis	পাতা ঝাজি	৩৩
Ludwigia adscendens	কেশরদাম	৩৩
Monochoria hastata	নুখা	৪০
Sagittaria guaynensis	কাউয়াঠুকরী	২৪

উদ্যানে সংরক্ষিত সুগন্ধযুক্ত পাতা বিশিষ্ট গাছের কয়েকটি নাম দেওয়া হলো ঃ

বৈজ্ঞানিক নাম	সাধারণ নাম	সেকশন নম্বর
Acorus calamus	বচ	৫৭
Adenocalymna calicina	রসুন্দি	৫৪
Cinnamomum verum	তেজপাতা	৩৪
Cinnamomum camphora	কর্পূর	২৪
Paederia foetida	গন্ধভাদুলিয়া	৫৭
Murraya koenigii	কারীলীফ	৫৭

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের জলাশয়ে সংরক্ষিত শাপলা

উদ্যানে বাঁশ বাগানে সংরক্ষিত বাঁশগুলোর মধ্যে কতগুলির নাম দেওয়া হলো ঃ

বৈজ্ঞানিক নাম	সাধারণ নাম	সেকশন নম্বর
Bambusa arundinaceae	কাটা বাঁশ	৪৮
Bambusa balcooa	বরাক বাঁশ	৪৮
Bambusa chinensis	চায়না বাঁশ	৩৫
Bambusa glaucescens	ছোট বাঁশ	৪৮
Bambusa polymorpha	বড় তল্লা বাঁশ	৪৮
Bambusa tulda	মিটিংগা বাঁশ	৪৮
Bambusa ventriocosa	ঘটি বাঁশ	৪৮
Bambusa vulgaris	বাসনী বাঁশ	৪৮
Bambusa var. striata	সোনালী বাঁশ	৫৫

বৈজ্ঞানিক নাম	সাধারণ নাম	সেকশন নম্বর
Dendrocalamus giganteus	ভূদাম বাঁশ	৪৮
Dendrocalamus longispiculata	কায়তল্লা বাঁশ	৪৮
Ginantochloa andamainca	কালি বাঁশ	৪৮
Gigantochloa atroviolaceae	কালো বাঁশ	৪৮
Gigantochloa apus	জিগ জাগ বাঁশ	৪৮
Melocanna baccifera	মূলী বাঁশ	৪৮
Melocalamus compactiflorus	লতা বাঁশ	৫০
Neohouzeana dullooa	ডলুয়া বাঁশ	৪৮
Thyrsostachys oliveri	থাই বাঁশ	৪৮

উদ্যানে ঔষধি বাগানে সংরক্ষিত ঔষধি গাছ সমূহের কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

বৈজ্ঞানিক নাম	সাধারণ নাম	সেকশন নম্বর
Justicia adhatoda	বাসক	৫৭
Andrographis paniculata	কালোমেঘ	৫৭
Achyranthus aspera	বিড়াল আচড়া	৫৭
Rauwlfia serpentina	সর্পগন্ধা	৫৭
Hygrophila serpentina	কুলো খাড়া	৫৭
Withania somnifera	অশ্ব গন্ধা	৫৭
Centella asiatica	থানকুনি	৫৭
Woodfordia fruticosa	ধাইফুল	৫৭

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করেই বাম পাশে দেখা যাবে আফ্রিকা থেকে সংগ্রহ করা বাওবাব গাছ আর বিভিন্ন ভ্যারাইটির দৃষ্টিনন্দন গোলাপ ফুলের সুদৃশ্য বাগান। ডান পাশে দ্বীপ ঘেরা লেক। লেকের চারি পাশ দিয়ে আছে বিভিন্ন প্রজাতির বাহারি উদ্ভিদ। যেমন-জারুল, কাঠাঁলি চাঁপা, কদম, চেরী, কাঠমালতি, এলামান্ডা, পাতাবাহার প্রভৃতি। ওখানটাতে দর্শনার্থী ছাউনি, বসার গ্যালারী এবং পর্যবেক্ষণ ডেকও রয়েছে।

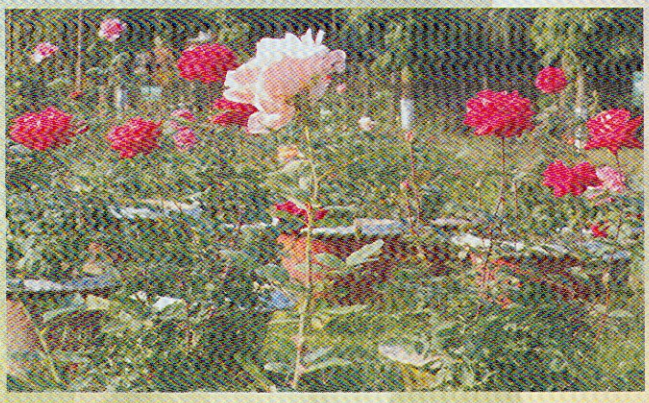

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের গোলাপ বাগান

প্রধান রাস্তা দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে দ্বিতীয় গেট অতিক্রম করে রাস্তার উভয় পাশে দেখা যাবে সবুজ ঘাসের চত্বর। চত্বরের মাঝখানে আছে মৌসুমি ফুলের বাগান। আরও একটু এগিয়ে হাতের ডানে আছে ফল বাগান। ফল বাগানে আছে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন জাতের ফলের গাছ। যেমন- ক্যান্ডল ফল, আশফল, কতবেল, কামরাঙা, কাউফল, পায়লা প্রভৃতি। সাথেই রয়েছে দর্শনার্থীদের বিশ্রাম ছাউনি ও টয়লেট। প্রধান রাস্তা দিয়ে আরও একটু উত্তর দিকে এগিয়ে, পাওয়া যাবে বাগানের আন্তর্জাতিক এলাকা, এখানে

অষ্ট্রেলিয়ার সিলভার ওক, জ্যাকারান্ডা ও ট্যাবেবুইয়া, জাপানের কর্পূর, মালয়েশিয়ার ওয়েল পাম, থাইল্যান্ডের রামবুতাম প্রভৃতি উদ্ভিদ বিদ্যমান।

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মৌসুমী ফুলের বাগান

প্রধান রাস্তা দিয়ে আরও উত্তর দিকে এগিয়ে পাওয়া যাবে চৌরাস্তা। এখান থেকে পূর্ব দিকে রাস্তার দুইপাশ দিয়ে আছে সারি সারি দেবদারু ও অষ্ট্রেলিয়া থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন প্রজাতির ইউকেলিপটাস গাছের সমারোহ। আর একটু পূর্ব দিকে এগিয়ে দেখা যাবে শিশুদের আনন্দদানের জন্য ধাঁধাঁর হেজ, মরু উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য উচু চত্বর এবং কাজুপুট গাছ (সেঃ-১৭, ১৮)। প্রাচীনকালে কাজুপুট গাছের বাকলের উপর লেখা হত।

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের ক্যাকটাস হাউজে সংরক্ষিত ক্যাকটাস

চৌরাস্তা থেকে সোজা উত্তরে যে রাস্তা আছে তার পূর্ব পাশে কর্পূর, ম্যাগনোলিয়া, শ্বেত চন্দন, গ্লিরিসিডিয়া, ফার্ন কড়ই, তুন, কেশিয়া নড়ুসা, টেবেবুইয়া, চেরী প্রভৃত গাছ আছে (সেঃ-২২, ২৪)। এবং এরপর নেট হাউজ, ক্যাকটাস ঘর দেখতে পাবেন। বিভিন্ন রকমের ক্যাকটাস ও সাকুলেন্ট এখানে রাখা আছে। এগুলোর মধ্যে ওল্ডম্যান, ফিসহুক ক্যাকটাস, ম্যামিলারিয়া, মোপালিয়া, মেলো ক্যাকটাস, গোল্ডেন ব্যারেল, সিরিয়াস হেক্সোজেনাস, র‍্যাটস টেইল, আপাংসিয়া, সিডাম, হাওয়ার্থিয়া, পিকটোরিয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলো দেখতে হবে ঘরের বাহির থেকে স্বচ্ছ গ্লাসের মধ্যদিয়ে। এ রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তর প্রান্তে গিয়ে দেখা যাবে রেইন-ট্রি গাছের বাগান, গাছগুলো যেন সু-উঁচ্চ একটি ছাউনি তৈরী করে রেখেছে, আছে বসার জায়গা ও পাবলিক টয়লেট।

উদ্যান অফিসের সম্মুখেই গোলাপ বাগান (সেঃ- ৪৩)। ৩০০ (তিনশত) ভ্যারাইটির নানা রঙের গোলাপ-হাইব্রিড-টি, ফ্লোরিবান্ডা, পলিয়ানথা, মিনিয়েচার প্রভৃতি বিদ্যমান। গোলাপ বাগানের অভ্যন্তরে পাকা জলাধারে রাখা আছে ব্রাজিলের একটি জলজ উদ্ভিদ আমাজান লিলি। এর পাতা দুই/তিন ফুট ব্যাসের গোলাকার থালার মত বড় পাতা, ফুল সাদা বড়, ফলের সঙ্গে কাঁটা থাকে। আরও আছে সাদা শাপলা, হলুদ শাপলা, গোলাগী পদ্ম ও সাদা পদ্ম।

অফিস আঙ্গিনায় ঘেষে উত্তর পাশে আছে নেট হাউজ ও নার্সারী। নার্সারীতে নানা প্রকার চারা গাছ বিক্রয় করা হয়। আরও একটু উত্তরে আছে ছোট "চা বাগান" আরও একটু উত্তরে গেলে দেখা যাবে লেকের উপর ব্রীজ সম্বলিত তিনটি ডেক (সেঃ-৩৩)। ডেকে দাঁড়িয়ে চতুরপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নানা রকম জলজ উদ্ভিদ দেখা যায়।

অফিস এলাকায় পশ্চিম পাশে আছে অর্কিড হাউজ। ওখানে নানা বর্ণের অর্কিড ফুল দেখা যাবে। আরও আছে জারবেরা, এ্যানথুরিয়াম, ব্রুনফেলসিয়া, ক্যামিলিয়া, পারুল, হ্যারকুনিয়া প্রভৃতি বাহারী গাছ। সাথেই আছে এ্যামহার্সটিয়া, এভোকাডো, বেগুনি এলামান্ডা, থাইল্যান্ডের গন্ধরাজ। এর পাশেই এবাদত খানা ও মৌসুমি ফুলের বাগান। শীত ও বর্ষা দুই মৌসুমে-ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, সালভিয়া, জিনিয়া, এন্টারহিনাম, ন্যাস্টারসিয়াম, ডায়ানথাস, কারনেশন, ফেনসি, গাঁদা, প্রভৃতি ফুলের চাষ করা হয়ে থাকে। বর্ষা-মৌসুমে-মোরগফুল, করিওপসিস, তরুনিকা, জিনিয়া, বোতামফুল, পোর্টলাকা, গ্যালারডিয়া, দোপাটি প্রভৃতি ফুলের চাষ করা হয়ে থাকে।

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের অর্কিড হাউজ

এখান থেকে একটু পশ্চিমে আছে চির সবুজ পাইনের বাগান (সেঃ-৩৯)। এখানে দর্শনার্থী ছাউনি ও পাবলিক টয়লেট সুবিধাও আছে। পাইন বাগানের দক্ষিণ পাশে দেখা যাবে গোলাকার পদ্মপুকুর (সেঃ-৪০)। পুকুরে-গোলাপী পদ্ম, নীল শাপলা, মাখনা, মনোকরিয়া প্রভৃতি গাছ আছে। আরও আছে সবুজ বর্নের ব্যাঙ। পুকুরের চারপাশে-জবা, চেরী, সাইকাস, কেয়া, এলামান্ডা, মহুয়া প্রভৃতি বাহরী গাছের সমারোহ দেখা যাবে।

পদ্মপুকুরের দক্ষিন পাশেই আছে স্ন্যাকস কর্নার। স্ন্যাকস কর্নারটির নিকটেই অবস্থিত বট, কদম, জাম, জ্যাকারান্ডা, কেয়া, শেওড়া, নাগলিঙ্গম

(কেননবল), গারসিংগা প্রভৃতি বৃক্ষরাজির ছায়াঘেরা স্থান। এর পাশেই সুন্দর একটি বাঁশ বাগান। এখানে থাই বাঁশ, ভুদাম বাঁশ, ঘটি বাঁশ, সোনালী বাঁশ, ডলুয়া বাঁশ সহ ২৩ রকমের বাঁশ একই জায়গায় দেখা যাবে। বাঁশ বাগানের সাথেই শাপলা পুকুর (সেঃ-৪৭)। পুকুরে নানা রঙের শাপলা আছে। পাড় দিয়ে আছে রঙন, এলামান্ডা, বাশপাতা গাছ ও নারিকেল গাছের সারি। এর পাশেই আছে বান্দরহোলা গাছ, সিভিট গাছ, ঢাকি জাম, মহুয়া, লোহাকাঠ প্রভৃতি গাছ। এর পাশেই আছে দর্শনার্থীদের বসার ব্যবস্থা ও পাবলিক টয়লেট। শাপলা পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে নার্সারী (সেঃ-৫৫)। এ নার্সারীতে নানা জাতের গাছের চারা উত্তোলন করা হয়। তাছাড়া আগর, পুরুষ-সাইকাস গাছ, ইনডোর গাছের নেট হাউজ, গর্জন ও বাঁশ-পাতা গাছের প্রদর্শনী প্লট ও সোনালী বাঁশ। নার্সারীর পাশে আছে তেলসুর গাছের বাগান ও গর্জন গাছের বাগান, এখানে আরও আছে কুম্ভী গাছ ও বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ বৈলাম গাছ।

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে লেকসংলগ্ন ডেক

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে নানা জাতের পাখি ও জীব জন্তুর মধ্যে কয়েকটি হলো ঃ তিলা ঘুঘু, সবুজ বর্নের ঘুঘু, দোয়েল, শালিক, কাঠ ঠোকরা, হাড়িচাচা, কানাকুকা, পেঁচা, মনিয়া, টুনটুনি, হলদে পাখি, ময়না, কাক, বক, কোকিল, টিয়া, বুলবুলি, মাছরাঙা প্রভৃতি বিদ্যমান।

জীবজন্তু ঃ শিয়াল, কাঠ বিড়ালী, বন রুই, গুই সাপ, বেজী, ইঁদুর, বিভিন্ন প্রজাতির গিরগিটি, কচ্ছপ, সাপ এবং বিরল প্রজাতির ব্যাঙ প্রভৃতি বিদ্যমান।

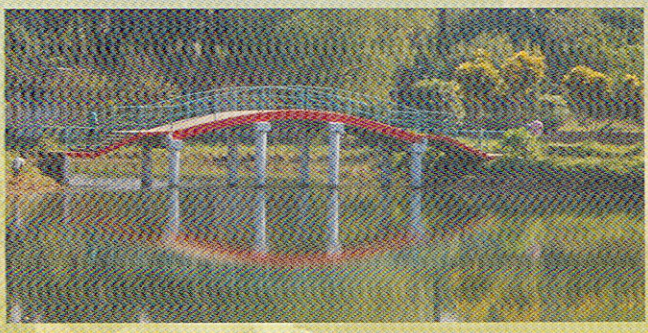

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের কৃত্রিম লেক

গর্জন বাগানের লাগানো উত্তর পাশে আছে ভেষজ উদ্ভিদ বাগান। এই বাগানে কালোমেঘ, তুলসী, আতমোরা, শতমূলী, পূনর্নভা, থানকুনি, কুমারি লতা, বাসক, বচ প্রভৃতি সহ নানা রকমের ভেষজ গাছ গাছড়া দেখা যাবে (সেঃ-

৫৭)। এর পশ্চিম সীমানায় প্রাচীর পেরিয়ে বেড়ী বাঁধের অপর পাশে আছে- "শক্তি সাগর" নামে একটি পুকুর। পুকুরটির পাড়ে প্রায় দুইশত বছর বয়সের একটি বট গাছ এখানে ছায়া দিয়ে চলছে । জনগণ এই মহীরুহ বৃক্ষটিকে "অচিন বৃক্ষ" বলে থাকেন। পাশে প্রবাহমান তুরাগ নদী, যার বুকে পালতুলে নৌকা চলে।

বলধা গার্ডেন

বলধা এস্টেটস্ এর তৎকালীন জমিদার, বিশিষ্ট প্রকৃতি প্রেমিক নরেন্দ্র নারায়ন রায় চৌধুরী কর্তৃক ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই বলধা গার্ডেন। বঙ্গ ভবনের সামান্য দক্ষিনে ওয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী বলধা গার্ডেন জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের একটি স্যাটেলাইট ইউনিট। এই গার্ডেনের দুইটি অংশ- 'সিবলি' অংশে আছে শঙ্খনদ পুকুর, জয় হাউজ, লিলি, ক্যামেলিয়া, আফ্রিকান টিউলিপ, পারুল, কৃষ্ণ বট, এ্যামহাসটিয়া, এ্যারো পয়জন গাছ ও লতাজবা সহ অনেক বিরল প্রজাতির গাছ। ফার্ন হাউজ, সূর্যঘড়ি এবং জমিদারের পূত্র ও জমিদারের সমাধি। 'সাইকী' অংশ (এই সাইকী অংশে প্রবেশধিকার সংরক্ষিত) প্রবেশ করেই ডান ও বাম পাশে দেখা যাবে হলুদ, নীল, সাদা, গোলাপি জাতের শাপলা ভরা শাপলা হাউজ,বিরল প্রজাতির দেশী বিদেশী ক্যাকটাস ও অর্কিড। আরও আছে হংস লতা গাছ, স্বর্ণ অশোক, জ্যাকুইনিয়া, হৈমন্তি, প্যাপিরাস, উলট চন্ডাল, উসটেরিয়া প্রভৃতি বিরল প্রজাতি গাছ গাছড়া। বলধা গার্ডেনের 'সিবলি অংশ' দর্শনার্থীদের জন্য প্রতি দিন খোলা থাকে সকাল ৮টা থেকে ১২টা, আর বিকাল ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত।

টিকেটের বিবরনী ঃ

(জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ও বলধা গার্ডেনের জন্য প্রযোজ্য)। প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিজন -১০/-(দশ) টাকা। শিক্ষার্থী (অনুমোদন স্বাপেক্ষে) প্রতিজন -০৫/-(পাঁচ) টাকা। শিশু (দশ বছর পর্যন্ত বয়স) প্রতিজন-০৪/- (চার) টাকা।

জেনে রাখা ভালো ঃ

১.বাগানে সূর্যাস্তের পর থাকা নিষেধ।
২.সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ নিষেধ।
৩. গাছের ফুল, ফল ছেড়া, ডাল ভাঙ্গা বা অন্য কোন ক্ষতি সাধন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
৪. গাছে পোকা ও ছএাক নাশক বিষ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।
৫. অপরিচিত কারো কাছ থেকে কিছু খাবেন না।
৬. জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান একটি শিক্ষা ও গবেষণা মূলক প্রতিষ্ঠান। গাছপালা সম্পর্কে জানার জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন।
৭. উদ্যানের ভিতর আগুন জ্বালানো, মাইক বা শব্দবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করা, যে কোন বন্য প্রাণী ধরা বা মারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
৮. গবাদি পশু-ছাগল, ভেড়া, গরু, ঘোড়া ইত্যাদি প্রবেশ করানো এবং জলাশয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কাজ হিসাবে গন্য হইয়া থাকে।
৯. ধুমপান সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ।
১০. উদ্যানে শালীনতা বজায় রাখুন।

জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মানচিত্র